কথাসাহিত্যে মাস্টারমশাই

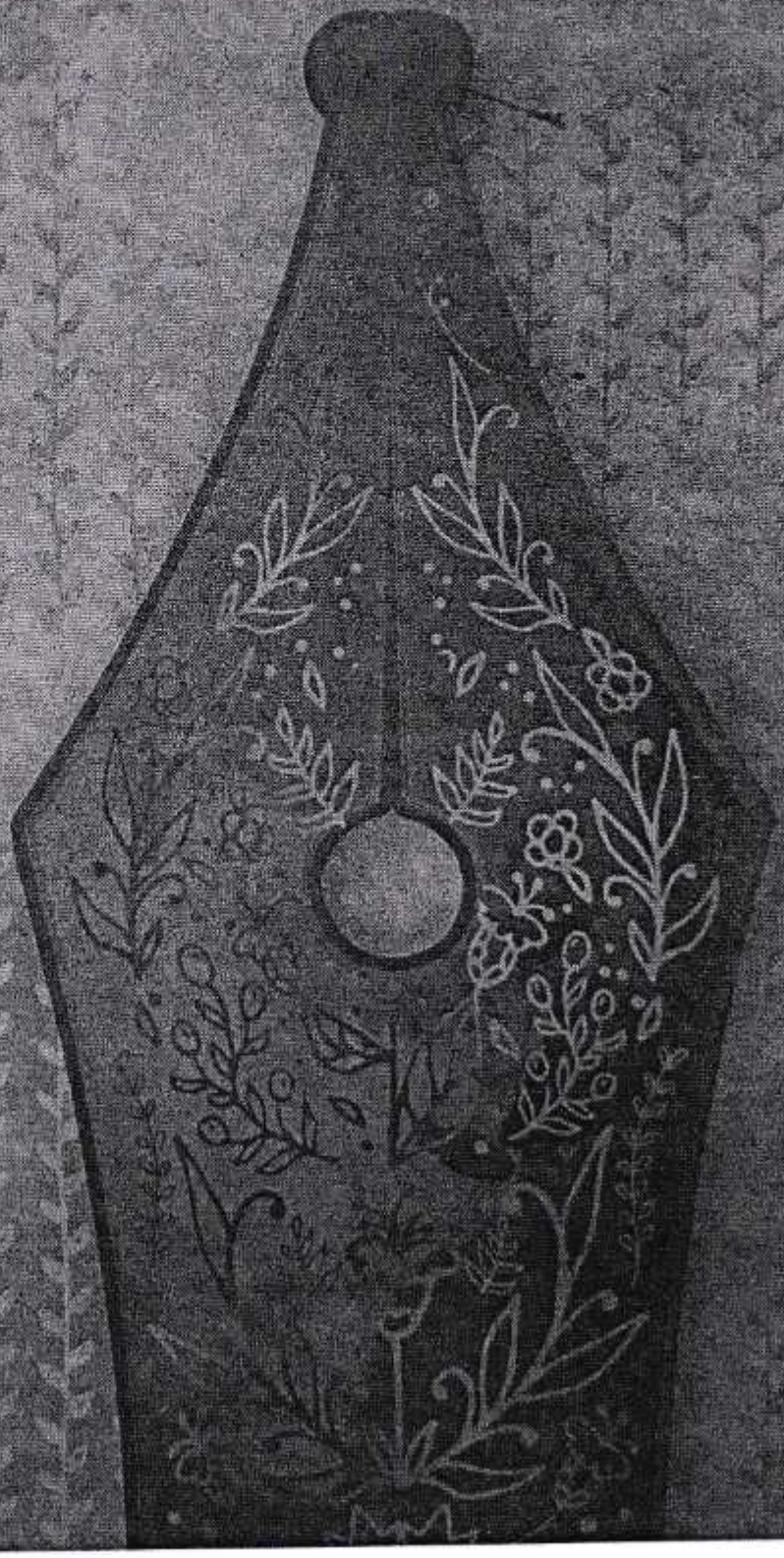

সম্পাদনা
সুব্রত পাল
পতন দাস

কথাসাহিত্যে মাস্টারমশাই

সম্পাদনা
সুব্রত পাল
পতন দাস

দত্তলেখা

KATHASAHITYE MASTERMASHAI
Edited by
Subrata Paul, Patan Das

ISBN 978-93-94618-22-0

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ২০২০

প্রকাশক
গুণেন শীল
পত্রলেখা
১০ বি কলেজ রো
কলকাতা ৯
চলভাষ : ৯৮৩১১১০৯৬৩

বর্ণসংস্থাপন
অক্ষরবৃত্ত

মুদ্রণ
ভারতী অফসেট
কলকাতা ১১৮

প্রচ্ছদ
মৃণাল শীল

দাম
২০০.০০

নীল ঘূর্ণি : শিক্ষক যেখানে জৈবিক তাড়নায় তাড়িত
মহাদেব মণ্ডল ৭৯

দ্বিতীয় পর্ব

রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে মাস্টারমশাই চরিত্র
প্রতিমা পাল ৯১
যোগেন পণ্ডিত : শিক্ষকের আদর্শ ও আইনি বাধা
সুব্রত পাল ৯৭
শিবরাম চক্রবর্তীর গল্প : শিক্ষকদের অজ্ঞতা ও নীতিহীনতার স্বরূপ
সনাতন বিশ্বাস ১০১
ভবিষ্যতের ভার : আদর্শবান শিক্ষকের আদর্শগত বিচ্যুতি
আশিস দেবনাথ ১০৮
পাদটীকা : শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষকের প্রতি অবহেলার বাস্তব আলেখ্য
সজল দাস ১১৪
টিচার : জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত এক শিক্ষকের জীবনকথা
লিপি পাল ১২০
হেডমাস্টার : মানুষ গড়ার কারিগর
পতন দাস ১২৮
ভাঙা চশমা ও দাম : মাস্টারমশাই চরিত্রের রূপায়ণ
দীপিকা বাড়ই ১৩৬
বাওবাব : এক ঋজুকায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষকের উপাখ্যান
অন্বেষা দাস ১৪২

লেখক পরিচিতি ১৪৮

যোগেন পণ্ডিত : শিক্ষকের আদর্শ ও আইনি বাধা

সুব্রত পাল

বনফুল ওরফে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯) ছিলেন পেশায় ডাক্তার, নেশায় সাহিত্যিক। গল্প,উপন্যাস, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ—সবকটি শাখাতেই তাঁর অবাধ বিচরণ। তবে বনফুল নাম শুনলে প্রথমেই আমাদের মনে পড়ে যায় তাঁর ছোটোগল্পের কথা। তাঁর গল্পের আয়তন, কাহিনি, চরিত্র, সমাপ্তি—অভিনব ও চিত্তাকর্ষক। অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি আপাত তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যেও শাশ্বতের সন্ধান করেছেন। পেশায় ডাক্তার হবার সুবাদে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির, জাতির, চরিত্রের মানুষের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ হয়েছে। এবং সেইসব বাস্তব চরিত্রই তাঁর সাহিত্যে উঠে এসেছে। তিনি জানিয়েছেন—"সমাজে যখন ঘোরাফেরা করি তখন নানারকম নরনারী দেখতে পাই, তাঁদের ছাপ আমার মনের উপর পড়ে। শুধু পড়ে না; কল্পনা রসে জারিত হয়ে সেগুলো চিত্ররূপে রাখা থাকে আমার মনের অবচেতনলোকে।" (ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা : বনফুল, বিপ্লব চক্রবর্তী, সাহিত্য অকাদেমি, তৃতীয় মুদ্রণ : ২০১৩, পৃ. ১৯) সেরকমই একটি চরিত্র হল যোগেন পণ্ডিত। যাকে অবলম্বন করে তিনি 'যোগেন পণ্ডিত' গল্পটি রচনা করেছেন।

শিক্ষা দেশ ও জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষাই পারে কুসংস্কার, কুপ্রথা, জাতিভেদ, বর্ণবিদ্বেষ প্রভৃতি থেকে দেশকে মুক্ত করতে। শিক্ষা মানুষের চিন্তা-চেতনা, ভালোমন্দবোধের বিকাশ ঘটায়। শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর। শুধু পুথিগত বিদ্যাদান করাই শিক্ষকের একমাত্র কর্তব্য নয়, শিক্ষক হবেন জ্ঞানী, উদার, পরোপকারী, ছাত্রবৎসল। অন্যদিকে ছাত্রকেও শিক্ষার প্রতি একাগ্রতা ও শিক্ষকের প্রতি আস্থা রাখা জরুরী। উভয়ের সমবেত প্রচেষ্টাতেই প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষা সম্ভব। যোগেন পণ্ডিত হরিপুরের লোয়ার-প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। প্রথম জীবনে বাঁকুড়ায় একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। স্ত্রী মারা যাবার পর হরিপুরের স্কুলে চলে আসেন। নিজের বলতে কেউ নেই যোগেন পণ্ডিতের। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে